কালের কণ্ঠ

তারিখ 21 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

খুলনার ৯ উপজেলায় ছাত্রলীগে অছাত্র-বহিষ্কৃতদের আধিপত্য

কৌশিক দে, খুলনা ▷

বহিষ্কৃত, অছাত্র, বিবাহিত নেতা দিয়ে চলছে খুলনা জেলা ছাত্রলীগের ৯টি উপজেলা কমিটি। এসব কমিটির মেয়াদ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। উপজেলার সম্মেলন না হওয়ায় নতুন কমিটিও ঘোষণা করা হচ্ছে না। ফলে সংগঠনটির তৃণমূল পর্যায়ের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি সংগঠনে বিভিন্ন নেতাকর্মীর অনুপ্রবেশ ঘটছে; কিন্তু কার্যত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে তিন বছরেও জেলা কমিটি পূর্ণতা না পাওয়ায় জেলা নেতৃত্ব নিয়েও হতাশা দেখা দিয়েছে।

কালের কণ্ঠের এক অনুসন্ধানে জানা গেছে, খুলনা জেলা ছাত্রলীগের ৯টি উপজেলার কমিটিগুলো করা হয় ২০১২ সালে, জেলা সম্মেলনের আগে। এর মধ্যে রূপসা উপজেলা কমিটির আহ্বায়ক পারভেজ হাওলাদার, পাইকগাছার শেখ আবুল কালাম আজাদ, এস এম আমিনুর রহমান লিটু, কয়রার এস এম বাহারুল ইসলাম ও মেজবা উদ্দিন মাসুম বিবাহিত। দাকোপের সৌম্য বিশ্বাস বহিষ্কৃত, ফুলতলার মেহেদী হাসান, বটিয়াঘাটার মো. মশিউর রহমান নিষ্ক্রিয়। এ ছাড়া অধিকাংশ ছাত্রনেতার ছাত্রত্ব নেই। অনেক ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে রয়েছে নানাবিধ অভিযোগ।

সূত্র জানায়, সাংগঠনিক কার্যক্রম না থাকায় অধিকাংশ নেতাই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। জেলা কমিটির নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এ অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে কয়রা উপজেলা কমিটির বিরুদ্ধে টর্চার সেল স্থাপন, বিচার-সালিসির নামে আদালত স্থাপন, ডুমুরিয়া কমিটির বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে কমিটিতে একাধিক লিখিত ও মৌখিক অভিযোগও জমা পড়েছে। সর্বশেষ এক ছাত্রদল নেতাকে ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করা নিয়ে জেলা ছাত্রলীগে দ্বিধাবিভক্তি দেখা দেয়। ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউনিয়ন ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা নিয়ে একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। ২০১২ সালে ডুমুরিয়ার সাহস ইউনিয়ন ছাত্রদলের ১২ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করে উপজেলা ছাত্রদল। ওই কমিটিতে ৫ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক হন মো. সোবহান খান। একই ইউনিয়নে গত ৭ মে সম্মেলন করে ছাত্রলীগ। সম্মেলন শেষে শেখ আবুল হাসানকে সভাপতি ও ছাত্রদল নেতা মো. সোবহান খানকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি ঘোষণা দেন স্থানীয় নেতারা। অবশ্য মো. সোবহান দাবি করেন তাঁর পুরো পরিবার আওয়ামী লীগের সমর্থক। তাঁর অজান্তেই তাঁকে ছাত্রদলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

জেলা ছাত্রলীগের একাধিক নেতা কালের কণ্ঠকে বলেন, উপজেলা কমিটিগুলো আগের জেলা কমিটি করায় তাঁরা নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে চান না। সাবেক জেলা সভাপতি শেখ আবু হানিফ অধিকাংশ উপজেলা কমিটি নিয়ন্ত্রণ করছেন।

এদিকে কয়রা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি এস এম বাহারুল ইসলাম নিজেকে বিবাহিত স্বীকার করে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'একটি সুন্দর সম্মেলনের মাধ্যমে বিদায় নিতে চাই।'

ডুমুরিয়া উপজেলা কমিটির সভাপতি মেহেদী হাসান রাজা বলেন, 'কমিটির মেয়াদ শেষ হলেও জেলা কমিটি নতুন করে অনুমোদন দেওয়ায় কার্যক্রম চলছে।'